R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত *শরৎচন্দ্র পণ্ডিত* (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ ২৭শে আশ্বিন বুধবার, ১৪০৫ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা
২১শ সংখ্যা | ১৪ই অক্টোবর, ১৯৯৮ সাল। | বার্ষিক ৪০ টাকা

সুপারবিহীন মহকুমা হাসপাতাল আন্ত্রিকে জেরবার, মৃত্যু ৬০ ছাড়িয়ে গেছে

বিশেষ সংবাদদাতা : মহকুমা জুড়ে বন্যার জল সরে যাবার পর শুরু হয়েছে আন্ত্রিক ও ডাইরিয়ার প্রকোপ। গ্রামের নলকূপগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কুয়ো ও পুকুরের ঘোলা জল খেয়ে আন্ত্রিক ও বিভিন্ন পেটের রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। এ পর্যন্ত সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী মহকুমা হাসপাতালেই সেপ্টেম্বর মাস থেকে এ পর্যন্ত আন্ত্রিকে মৃতের সংখ্যা ৩০। সেপ্টেম্বর মাসে হাসপাতালে ৪ জন বয়স্ক এবং ১৬ জন শিশুর এবং ১২ অক্টোবর পর্যন্ত ১০টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে আন্ত্রিকে। রোগী ভর্তি হয়েছে এ পর্যন্ত প্রায় ১২০০। রোগীরা আসছেন মূলতঃ রঘুনাথগঞ্জ-২, সুতী-১ ও অল্পবিছু সুতী-২ ব্লক থেকে। সুতী-২, সমসেরগঞ্জ ও ফরাক্কা ব্লকের আক্রান্তদের ভর্তি, চিকিৎসা, মৃত্যু সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই হচ্ছে। মহকুমা হাসপাতাল বাদে মহকুমার অন্যান্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে যা খবর পাওয়া গেছে তাতে সেখানেও সব মিলিয়ে ২৫—৩০ জন আন্ত্রিক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। সব মিলিয়ে মহকুমায় মৃতের সংখ্যা ৬০ ছাড়িয়ে গেছে, আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার। দুরবর্তী স্থান থেকে রোগীরা একেবারে শেষ অবস্থায় হাসপাতালে আসায় মৃত্যু বেশী হচ্ছে। ধুলিয়ান পুর এলাকাতেও আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। হাসপাতালে ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে স্যালাইনের অভাব না থাকলেও অভাব আছে ওষুধ, ইঞ্জেকসন ও স্যালাইন সেটের। পরিস্থিতি মোকাবিলায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বার বার মামলা করে ধুলিয়ান পুরসভায় ক্ষমতায় থাকছে বামফ্রন্ট

ধুলিয়ান : একের পর এক মামলার জেরে ধুলিয়ান পুরসভায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দুঃসহ হয়ে উঠেছে পুরবাসীদের দিনযাপন। বন্যার পর রাস্তাঘাট, নালা-নর্দমা পরিষ্কারের কোন ব্যবস্থা না থাকায় বাড়ছে বিভিন্ন রোগ। এই অচলাবস্থার জন্য পুরবাসীরা রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ার টানাটানিকেই মূলতঃ দায়ী করেছেন। সংখ্যা গরিষ্ঠতা হারিয়েও বামফ্রন্টের পুরপতি আদালতের দ্বারস্থ হয়ে চেয়ারের দখল রাখছেন। গত ২৫ জুলাই বিরোধীরা পুরপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা আনে। শাসকগোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়। অনাস্থার নোটিশ পাওয়ার একুশ দিনের মধ্যে পুরপতি সভা না ডাকায় গত ১৭ আগষ্ট তিনজন কমিশনার সভা ডাকেন। সভায় পুরপতির পক্ষে ৯ এবং সফর আলীর কংগ্রেস গোষ্ঠী ১০ জনের সমর্থন পান। এরপর বামফ্রন্ট বেকায়দায় পড়ে হাইকোর্ট থেকে বোর্ড ভাঙ্গার বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ আনে, যা বর্তমানে খারিজ হয়ে গেছে। পুনরায় গত ৮ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস গোষ্ঠীর আনা অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয়ে যাবার পর বিরোধী গোষ্ঠী হাইকোর্টের ডিভিসন বেঞ্চে মামলা করে। সেটাও গত ২৫ সেপ্টেম্বর খারিজ হয়ে যায়। ঐ তারিখেই তিন কংগ্রেসী কমিশনার পুরপতি নির্বাচনের নোটিশ করে, যার দিন গত ১২ অক্টোবর স্থির ছিল। কিন্তু গত ১৩ অক্টোবর মাত্র একদিনের জন্য ভ্যাকেসন (শেষ পৃষ্ঠায়)

হাসপাতালের চারধারে জায়গা দখল হচ্ছে গায়ের জোরে

নিজস্ব সংবাদদাতা : অজ্ঞতার সুযোগে জঙ্গীপুর সদর হাসপাতালের এক বয়স্কা আয়া বিষ্ণুপ্রিয়া হালদারকে হাসপাতালের ২নং গেটের কাছে জঙ্গীপুর পৌরসভার অন্তর্গত ৬৯১/১৩৮ হোল্ডিং এর জমির মালিকানা নিয়ে প্রতারিত হতে হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রকাশ পৌরসভার ১৯নং ওয়ার্ডের ইন্দিরাপল্লীর বাসিন্দা জনৈক প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীমতী হালদারকে পুর ট্যাক্সের কাগজ করিয়ে দেবার নাম করে একটা সাদা কাগজে সই করিয়ে নেন। এর কয়েক-দিন পরে তিনি দলবল নিয়ে হামলা করে ঐ জমির উপর অবস্থিত ঘরটি ভেঙে দেন এবং দাবী করেন তিনি দীর্ঘদিন ধরে ঐ ঘরের ভাড়াটে। এরপর তিনি ঐ জায়গায় একটি দোকানঘর তৈরী করেন। পরবর্তীতে শ্রীমতী হালদারকে ঐ অঞ্চল থেকে (শেষ পৃঃ)

সমাজবিরোধীদের দাপটে সাধারণ গ্রামবাসীর নাভিশ্বাস

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন কুঠিপাড়া এক কুখ্যাত গ্রাম। সেখানকার সিংহভাগ মানুষ সমাজবিরোধী। ওদের দুর্নিবার অত্যাচারে পার্শ্ববর্তী খোরকাপুকুর গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের বেশ কয়েক ঘর গ্রামবাসী কালিয়াডাঙ্গা, বালিয়া এমন কি রঘুনাথগঞ্জ শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। এদের দিনে দুপুরে বোমাবাজি, ডাকাতি, বাগানের ফল লুঠ, পুকুরের মাছ চুরি নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। পার্শ্ববর্তী দোগাছি, উজ্জ্বলনগর ইত্যাদি গ্রামের মানুষ ভয়ে এর কোন প্রতিবাদ করেন না। অন্যদিকে পুলিশ সব জেনেও চুপ।

বাজার হুজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার, শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
হাজলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার? মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে আশ্বিন বুধবার, ১৪০৫ সাল।

॥ অস্বাস্থ্যকর ॥

এই শহরে পূর্বে যেটি পুরাতন হাসপাতাল ছিল, এখন পৃথক মহকুমা সদর হাসপাতাল হওয়ায়, ইহা মহকুমা হেলথ অফিসে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে এই অফিস সম্বন্ধে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্মকুশলতা সম্বন্ধে হতাশা পোষণের পক্ষে যথেষ্ট মনে করিবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। বস্তুতঃ রাজ্য স্বাস্থ্য-দপ্তর সম্পর্কে এ পর্যন্ত যত লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এখনও ক্লান্তি কেন ধরিল না, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

প্রায় এক দশক পূর্বে এই অফিসের যে হেলথ অফিসার চলিয়া যান, তাঁহার স্থলা-ভিষিক্ত নূতন হেলথ অফিসার অদ্যাপি আসেন নাই। জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপার চার্জে রহিয়াছেন। কিন্তু তিনি ঠিকমত হেলথ অফিসে যাইতে পারেন না। এখানকার কর্মচারী বলিতে একজন ইউডিসি (হেডক্লার্ক), একজন এলডিসি, তিনজন হেলথ এ্যাসিষ্টাণ্ট, একজন হেলথ ইন্সপেক্টর, একজন পিওন ও দুইজন জিডিএ, সাকুল্যে নয়জন রহিয়াছেন।

খবরে জানা যায় যে, এই মহকুমা হেলথ অফিসে বর্তমানে কাজের কাজ বলিয়া কিছু হয় না। ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত পরীক্ষার টিম নাকি এখান হইতে অন্যত্র সরান হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে কাহাকেও এই অফিসে তৎপর হইতে বা খোঁজ খবর লইতে দেখা যায় না। কাজ যে একেবারেই হয় না, এমন নহে। মধ্যে মধ্যে এই দপ্তরটি লেপারোস্কেমী অপারেশন ক্যাম্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কোনও অনুসন্ধানের কাজে আসিয়াও লোকে ব্যর্থ হন; কাহাকেও পাওয়া যায় না। এমন কি এই পত্রিকার পক্ষ হইতে অফিস টাইমে কয়েকদিন ফোন করিয়াও উত্তর মিলে নাই। সুতরাং বর্তমানে পূর্বোল্লেখিত নয়জন কর্মীর কেহই অফিসে হাজির থাকেন না। তবে অফিসের বারান্দায় কিছু লোক তাস খেলায় মশগুল থাকেন, ইহা চোখে পড়ে। তাঁহারা হয়ত এই অফিসকর্মী নহেন; হাজিরা খাতা তলব করিয়া সন্ধান লইলে বুঝা যাইতে পারে। শুনা যায় যে, অফিস কর্মীদের অফিসে আসার নির্দিষ্ট সময় নাই; খেয়াল খুশিমত আসার ব্যাপার চলে।

সরকারী কোয়ার্টারগুলি নাকি কিছু অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের বাসস্থান। হেলথ অফিসারের বাংলোটি হানা বাড়িতে পরিণত। মহকুমা হাসপাতালের বর্তমান সুপার একান্ত অসহায়। তাঁহার নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নাকি জোরপূর্বক মহকুমা হেলথ অফিসের চার্জ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। মহকুমা হাসপাতালের চাপের উপর মহকুমা হেলথ অফিস ও সাবজেলের ডাক্তারী—এই দুই পার্শ্বচাপে তিনি অস্থির। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, তাঁহার 'হাজার হ্যাপা'-র জন্য তিনি এই হেলথ অফিসের কর্মীদের বেতনের বিল, টি এ বিল ও অন্যান্য ব্যয়ের বিল ঠিকমত পরীক্ষা করিতে পারেন না। ড্রইং এণ্ড ডিসবারসিং অফিসার হিসাবে অপরের উপর নির্ভর করিয়া ঐ সব বিলে তিনি স্বাক্ষর প্রদান করিতে বাধ্য হন। তিনিও নাকি হাসপাতাল হইতে অফিস টাইমে হেলথ অফিসে ফোন করিয়া সাড়া পান না। মৌখিক ও লিখিত নির্দেশেও তিনি কাজ পান না। তিনি নাকি এই পরিস্থিতি ঊর্দ্ধতন স্তরে জানাইয়াও সুরাহা করিতে পারেন নাই।

অতএব, মহকুমা হেলথ অফিস বর্তমানে একটি শ্বেতহস্তী—'হোয়াইট এলিফাণ্ট'—কোন কর্মের নয় অথচ বিপুল ব্যয় সাপেক্ষ উল্লেখিত নয়জন কর্মী, যাঁহারা নিয়ম মাফিক অফিস না করিয়া পুরা বেতন, টি এ ইত্যাদি পান; কোথাও কোনও জবাবদিহি তাঁহা-দিগকে করিতে হয় না। এই রকম আরও বহু স্থান খুঁজিলে মিলিবে যেখানে কাজ না করিয়া টাকা মিলিতেছে। তাহার জন্য জনগণকেই 'গুণাহগার' দিতে হইতেছে। কী বিচিত্র.....।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

'ডাক্তারদের নিজেদের মধ্যে সমঝোতার অভাবও হাসপাতালের সুষ্ঠু পরিষেবার অন্তরায়' প্রসঙ্গে

৩০শে ভাদ্র বুধবার জঙ্গীপুর সংবাদের প্রতিবেদনে হাসপাতালের পরিষেবা ও প্রাইভেট প্র্যাকটিস সংক্রান্ত কিছু সংবাদ ছাপানো হয়েছে। তাতে লেখা হয়েছে কিছু ডাক্তার স্থানীয়ভাবে অনুমতি নিয়ে বিশেষজ্ঞের কাজ চালান। সেই সুযোগে নিজেদের নামে হাসপাতালের কিছু বেডও দখল করেন ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের প্যাডে ভুয়া বিশেষজ্ঞের তকমা এঁটে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের পসার জমান। প্রতিবেদনটি এমনভাবে লেখা হয়েছে যেন সেইসব ডাক্তার শুধুমাত্র প্র্যাকটিস জমানোর খাতিরে তাদের যোগত্যার বাইরেও বেড দেখেন এবং নিজেদের posting order এর বাইরে তাঁরা যে কাজ করেন, তা শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থেই। এ ব্যাপারে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কোন কিছু করার (?) নেই। যখন হাসপাতালে ডাক্তারদের কর্তব্যের গাফিলতি নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা ও আলোড়ন চলছে, তখন অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে সেইসব ডাক্তারদের কাজ করার বোকামিকেও অন্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখা হচ্ছে, এটাকে কী প্ররোচনামূলক বলা যায়? posting order অনুযায়ী ডাক্তারদের কাজ করানো হ'লে এই বিতর্কের অবসান হতে পারে, এ ব্যাপারে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করার আহ্বান জানাচ্ছি। ডাঃ যজ্ঞেশ্বর মুখার্জী বক্ষ বিভাগ দেখুন, ডাঃ সামন্ত শিশুদের সামলান। গাইনি ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব ডাঃ মিশ্রর হাতে ন্যস্ত থাক। ডাঃ সাহা Non posted গাইনোকলোজিষ্ট এবং ডাঃ রহমানও নন্ পোষ্টেড সার্জেন। এ ক্ষেত্রে সার্জারি ডিপার্টমেন্ট বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে। মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে ডাঃ হালদার, ডাঃ গোপাল কেশরী ও ডাঃ বিশ্বজিৎ সরকারকে বাদ দেওয়া যেতে পারে, ডাঃ সামন্তরও বড় রুগী দেখার দায়িত্ব posting odrer এ আছে কিনা দেখা দরকার। তেমনি গাইনি থেকে ডাঃ মাধব সরকার, ডাঃ হায়দার নওয়াজ ও ডাঃ সাহাকে বাদ দিলে তথাকথিত ভুয়া বিশেষজ্ঞের হাত থেকে জঙ্গীপুর হাসপাতাল এবং এখানকার লোকজন মুক্তি পেতে পারে। আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। Private practice একটি ডাক্তারী বৃত্তি, এর সামাজিক প্রয়োজনীয়তাও আছে। এখানে সংলেই প্রায় Senior ডাক্তার—১৫ থেকে ২০ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে আছেন এখানে। এই অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই এখানকার পরিকাঠামোয় সাধ্যমত চিকিৎসা করেন। ফল সবসময় অনুকূলে না গেলেও সব চিকিৎসকই চান তাঁদের দেখা সব রুগীই সুস্থ হয়ে যাক। বর্ত্তমান অস্থির পরিস্থিতিতে এখনকার ডাক্তাররা আরও বেশী করেই এটা চান, যাতে কোনও অবাঞ্ছিত মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তাদের মান সম্মান, নিরাপত্তা ও শান্তি বিঘ্নিত না হয়।

ডকটরস্ ফোরাম, জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতালের পক্ষে ডাঃ দৈবকীনন্দন হালদারসহ ১৪ জন ডাক্তার।

প্রতিবেদকের মন্তব্য: জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতালের ১৪ জন ডাক্তারের স্বাক্ষর সম্বলিত এবং ডকটরস্ ফোরাম নামীয় মুদ্রিত প্যাড বা সীলমোহরবিহীন সংগঠনের অস্তিত্ব জেলা স্তরের স্বাস্থ্য বিভাগে (৩য় পৃষ্ঠায়)

প্রতিবেদকের মন্তব্য (২য় পৃষ্ঠার পর)

খোঁজ করে পাওয়া যায়নি। প্রতিবেদনে যা লেখা হয়েছে তা সম্ভবতঃ ডাক্তাররা তির্যকভাবে পড়েছেন বা বুঝেছেন। কারণ, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে প্রাপ্ত নিয়মাবলী অনুযায়ী যোগ্যতার বাইরে বা পোষ্টিং অর্ডারের বাইরে যেসব ডাক্তার হাসপাতালের বেড দখল করেন সেটা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের লিখিত অর্ডার ছাড়াই। সেক্ষেত্রে হাসপাতাল সুপার হাসপাতালের পরিষেবাকে সচল রাখতে অবশ্যই সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে সেই সব অর্ডার দিয়ে থাকেন। তাতে যে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে ডাক্তারদের সুবিধাই হয়, তা আমাদের কাছে কয়েকজন ডাক্তার স্বীকার করেন। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের অভিমত এটা কেবল রাজ্য জুড়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের বেহাল অবস্থার জন্যই ডাক্তাররা এই সুযোগ নিয়ে থাকেন সরকারী বিধি লংঘন করে। আর ডাক্তাররা যদি জনকল্যাণের দিকটিতে নজর দিয়ে নিজেদের পেশাদারি মনোভাব কিছুটা কমাতেন, মানবিক মূল্যবোধ যদি পার্থিব মোহের কাছে বিকিয়ে না যেত, তাহলে আশাকরি গত ২৪ আগষ্টের মত তীব্র জনরোষের শিকার হতেন না তাঁরা। প্রতিবেদনে কোথাও ডাঃ সঞ্জীব সাহাকে নন-পোষ্টেড গাইনোকলোজিষ্ট এবং ডাঃ ওবাইদুর রহমানকে নন-পোষ্টেড সার্জেন বলে উল্লেখ করা হয়নি। আর হাসপাতালের কোন্ বিভাগ বন্ধ করে দিতে হবে বা তুলে দিতে হবে সেটা স্বাস্থ্য দপ্তরের মাথা ব্যথা। প্রতিবেদনে কেবল স্বাস্থ্য বিভাগের বেহাল অবস্থাকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগিয়ে যেভাবে ডাক্তাররা জনস্বার্থকে সামনে রেখে মধু লুটছেন তারই উল্লেখ ছিল। আর কিছুদিন আগে পর্যন্ত শিশু বিশেষজ্ঞ না হয়েও এক নীতিবাগীশ ডাক্তার 'অভিজ্ঞ শিশু চিকিৎসক' উল্লেখ করে প্যাড ছাপিয়ে শহরে শিশু বিশেষজ্ঞের পরিচিতি লাভ করেছেন তার প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। প্রতিবেদনে পোষ্টিং অর্ডার অনুযায়ী ডাক্তারদের কাজ করানো হলেই যে এই বিতর্কের অবসান হবে তা না উল্লেখ করে বরং হাসপাতালের সুষ্ঠু পরিষেবা সচল রাখতে সরকারী আইন মেনে নন-পোষ্টেড ডাক্তারদের সহায়তাও দরকার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বসত বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ সুকান্তপল্লীতে দুইদিকে পুরসভার রাস্তার উপর ৪½ শতক জমিসহ একতলা বাড়ী (তিনতলা ভিত) ৪টি বেডরুম, কিচেন, টয়লেট, বাথরুম, তিন দিকে গ্রীল বারান্দা। অতি সত্বর বিক্রয় (দালাল নিষ্প্রয়োজন)। প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন।

শ্রীপরেশচন্দ্র সরকার, সুকান্তপল্লী
রঘুনাথগঞ্জ অরবিন্দ ভবনের পিছনে

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিশুবিকাশ প্রকল্পক আধিকারিকের করণ

রঘুনাথগঞ্জ ২নং সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প

জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ ২নং সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মহিলা প্রার্থীদের নিকট আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে কিছু সংখ্যক অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সাহায্যকারী নিয়োগ করার জন্য। উভয় কাজই স্বেচ্ছা সেবামূলক। উভয় ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১/৯/৯৮ এ ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। শিক্ষাগত যোগ্যতা অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ (সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে) তপশীলী জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীদের ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হলেই হবে। সাহায্যকারীদের ক্ষেত্রে লিখতে পড়তে জানলেই হবে।

আবেদনপত্র ১৫ই অক্টোবর '৯৮ থেকে ১৬ই নভেম্বর '৯৮ পর্যন্ত উক্ত কার্যালয়ে জমা নেওয়া হবে। আবেদনপত্রের সাথে দিতে হবে নিজ স্বাক্ষরিত সাম্প্রতিক তোলা ২ কপি ফটো, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্থায়ী বাসিন্দা, রেশন কার্ড, কাস্ট ইত্যাদি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। অ্যাডমিড কার্ড পাওয়া যাবে ২ থেকে ১০ই ডিসেম্বর '৯৮ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে। স্বয়ং আসতে হবে। পরীক্ষা হবে ১৩ই ডিসেম্বর '৯৮। আরও বিশদ বিবরণের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

(স্মারক সংখ্যা 27/ICD/RNJ-II Dt. 24. 9. 98)

দীনবন্ধু সাহা
শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
রঘুনাথগঞ্জ ২নং সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ

Memo No. 954 (2) Inf./Msd. Date 13. 10. 98

বিজয়ার প্রীতি ও সম্ভাষণ জানাই—

এখানে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দিতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘন্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার

অসিত বারিক / রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

শুভ বিজয়ার

ISO 9002

প্রীতি ও শুভেচ্ছা

CENTURY'S
VISHWAKARMA

Century Cement
A COMPLETE CEMENT

A BIRLA PRODUCT

Lookad

বন্যাত্রাণে কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতি

ধুলিয়ান : গত ২৮ ও ২৯ সেপ্‌টেম্বর পূজার দিনে স্থানীয় অর্ঘ্য সেন ভবনে কলিকাতার কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতির পক্ষ থেকে এক ত্রাণ শিবিরে ৯৫০ জন বন্যার্তদের মধ্যে শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি এবং বাসনপত্র বিতরণ করা হয়। সমিতির সম্পাদক রাজকুমার বোথরার উপস্থিতিতে শিবিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন পুরপতি আনোয়ার হোসেন এবং প্রধান অতিথি ছিলেন সামসেরগঞ্জ থানার ওসি। এছাড়া ওই শিবিরে বিডিও মারফতও সমিতি বেশ কিছু চিঁড়ে ও গুড় বিতরণ ক র

সুপারবিহীন মহকুমা হাসপাতাল (১ম পৃষ্ঠার পর)

কিছু নার্সিং ষ্টাফ চেয়ে পাঠিয়েছেন। হাসপাতালে মোট ৩টি ওয়ার্ডে আন্ত্রিকের চিকিৎসা চলছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বন্যা ত্রাণের ফাণ্ড থেকে জেলাকে এ্যান্টিডাইরিয়াল সিরাপ পাঠাবার জন্য আবেদন করেছেন। এদিকে মহকুমায় ভয়াবহ বন্যার সময় সেপ্‌টেম্বর মাসের মাঝামাঝি হাসপাতালের সুপার ডাঃ মাইনুল হক কাউকে কিছু না জানিয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করে এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি বেনিয়াগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডেপুটেশনে কাজ করছেন বলে জানা যায়। ভয়াবহ বন্যার সময় হাসপাতালের সুপার চলে যাওয়ায় ও বর্তমানে আন্ত্রিকের প্রকোপ বাড়ায় সমস্ত ডাক্তার ও কর্মীরা ক্ষুব্ধ। এমন কি সুপার কাউকে কিছু না জানিয়ে তাঁর চেম্বারের চাবিও নিয়ে চলে গেছেন। সেপ্‌টেম্বর মাসেই ডাঃ হক হাসপাতাল ত্যাগ করার সময় এক চিঠিতে ডাঃ সত্যজিৎ মজুমদারকে সাময়িকভাবে তাঁর কাজ চালাবার নির্দেশ দিয়ে যান। পরে ২৪ সেপ্‌টেম্বর পুজোর আগে কর্মীদের মাইনে দেবার জন্য মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক দেবীশঙ্কর মিশ্র ও ডেপুটি সি এম ও এইচ অমল মজুমদারের নির্দেশক্রমে হাসপাতালের প্রশাসনিক দিকটি ডাঃ মনোরঞ্জন চৌধুরী ও অর্থনৈতিক (ড্রইং এণ্ড-ডিসবারসিং) দিকটি ডাঃ গোপাল কেশরী দেখভালের দায়িত্ব পান। সুপার ডাঃ হক অক্টোবর মাসের মাইনে তুলতেও আসেননি। সুপারের এরূপ হঠাৎ অন্তর্ধানে সি এম ও এইচ দেবীশঙ্কর মিশ্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছিল বলে ডাক্তাররা মনে করেন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এমন কি আন্ত্রিকে যখন সুপারবিহীন মহকুমা হাসপাতাল জেরবার সে সময়ও শ্রীমিশ্র একবার হাসপাতালে আসবার প্রয়োজনও মনে করেননি। অন্যদিকে কোনও এ্যানাসথেটিষ্ট না থাকায় প্রায় দু'মাস ধরে হাসপাতালে অপারেশন বন্ধ। সি এম ও এইচ এ ব্যাপারে ডাইরেক্টরেট অফ হেলথ্‌কে জানিয়েছেন বলে জানা যায়। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়—হাসপাতালে রোগীদের জন্য দৈনিক মাথা-পিছু ৯ টাকা খাবার সরবরাহের জন্য যা নির্ধারিত ছিল সেটা আগষ্ট থেকে বেড়ে ১৮ টাকা হয়েছে। যদিও এ অর্ডার জেলা থেকে কয়েক মাস আগেই এখানে এসেছিল কিন্তু প্রশাসনিক ডামাডোলে সেটা কার্য্যকরী হয়নি।

বার বার মামলা করে (১ম পৃষ্ঠার পর)

জজের কাছ থেকে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ পান। ১৩ অক্টোবরই মামলার শুনানী হয়েছে। অন্যদিকে বন্যার সময় সিপিএমের এক কমিশনারের মৃত্যুর জন্য বামফ্রন্টের সদস্য সংখ্যা ৮ জনে দাঁড়ায়, কংগ্রেস ও বিজেপি জোট—১০। এ প্রসঙ্গে উপপুরপতি আরএসপি-র আনোয়ার হোসেন সিপিএম বারবার অর্থনাশ করে আদালতে যাওয়ার ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ও এটাকে পুরবাসীর কাছে চরম লজ্জাজনক ঘটনা বলে উল্লেখ করেন।

হাসপাতালের চারধারে (১ম পৃষ্ঠার পর)

তাড়ানোর জন্য নানা ধরনের ভয় দেখানো হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনা সম্পর্কে গত ২৪ মে রঘুনাথগঞ্জ থানা ও ৪ জুন জেলা পুলিশ সুপারকে জানানো হয়। কিন্তু কোনো প্রতিকার না হওয়ায় এই বিষয়ে জঙ্গিপুর কোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়। তা সত্ত্বেও গত ৪ অক্টোবর পৌরসভার জনৈক কমিশনারের সাহায্যে শ্রীভট্টাচার্য্য নির্মিত দোকান ঘরের দখল নিয়ে একটি ওষুধের দোকান চালু করেন বলে অভিযোগে প্রকাশ। এই অভিযোগ রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ বিভিন্ন পদাধিকারীকেও দেওয়া হয়েছে।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ।। গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

সকলকে অভিনন্দন জানাই—
রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল
জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও
কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ
মূল্যে পাওয়া যায়।
বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%
✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪
জয়ন্ত বাঘিড়া — সভাপতি
ধনঞ্জয় কাদিয়া — ম্যানেজার
অচিন্ত্য মনিয়া — সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত,মুদ্রিত ও প্রকাশিত।